কালের কণ্ঠ

প্রকাশ: বুধবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০৭

ব্যাংকের আমানত বেড়েছে ১০.৪৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংকের আমানত কমলেও গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.৪৩ শতাংশ আমানত বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সুদের হার ও রেমিট্যান্স-প্রবাহ বাড়ার সুবাদে আমানতের প্রবৃদ্ধি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ফেব্রুয়ারি মাসে মোট আমানত ১৬.৬১ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৪৩ শতাংশ বেশি, আবার জানুয়ারির ১০.৫৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। তবে গত বছরের একই মাসের ৬.৮৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় এই প্রবৃদ্ধি অনেকটাই বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশ কয়েকটি কারণে আমানতে এই প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অন্যতম কারণ হচ্ছে সম্প্রতি আমানতের সুদহার বাড়ানো। এতে সঞ্চয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ফলে মানুষ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকে টাকা রাখতে উৎসাহিত হচ্ছে।

এ ছাড়া রেমিট্যান্স-প্রবাহ বৃদ্ধিও আমানতের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহ বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে ব্যাংকিংব্যবস্থায় আমানতের জন্য অর্থও বেশি পাওয়া।

ব্যাংকিং খাতে আমানত ক্রমেই বাড়ছে

আমানতের প্রবৃদ্ধি টানা তিন মাস ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংক খাতে আমানতে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ১১.৪ শতাংশে পৌঁছায়, যা ২৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। এর আগে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে করোনা মহামারির বৈশ্বিক লকডাউন ও সে কারণে হওয়া অর্থনৈতিক গতিমন্থরতার প্রভাবে আমানত প্রবৃদ্ধির হার ১১.২৬ শতাংশে পৌঁছেছিল। আর্থিক অবস্থা ভালো-খারাপ যেমনই হোক, সব ব্যাংকই আমানতের সুদহার বাড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠিত আমানতে ব্যাংকগুলো ৯ থেকে ১০ শতাংশ সুদহার দিলেও খারাপ অবস্থায় থাকা কিছু ব্যাংক আমানত টানতে ১২ শতাংশ পর্যন্ত চড়া সুদহার দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদহার বাড়িয়ে ৮ শতাংশ করার ফলেও ব্যাংকিং খাতে আমানতের সুদহার কিছুটা বেড়েছে। ব্যাংকাররা বলছেন, সুদহারের সীমা তুলে নেওয়ার ফলে ব্যাংকগুলো আমানতে বেশি সুদ দিতে পারছে। এতে সঞ্চয়কারীরা ব্যাংকে টাকা রাখতে আগ্রহী হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ৭.৬১ শতাংশ বেশি।

আমানত বাড়ার প্রভাব পড়েছে মানুষের হাতে থাকা টাকায়।

দৈনিক কালবেলা
প্রকাশ: বুধবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

আইএমএফের ঋণের বাকি অর্থ ছাড়ে আর বাধা নেই

বিশেষ প্রতিনিধি

সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দেওয়া ১০টি শর্তের মধ্যে ৯টিই পূরণ করেছে বাংলাদেশ। বাকি ছিল রিজার্ভের হিসাব পদ্ধতির। সেটির উন্নয়নেও কাজ চলছে। আগামী সপ্তাহেই ঋণের তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সফরে আসছে আইএমএফ প্রতিনিধিদল। এ অবস্থায় রিজার্ভ সহায়তা হিসেবে ঋণের বাকি অর্থ ছাড়ে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার।

ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের বসন্তকালীন বৈঠকে অংশ নিয়ে প্রথম দিনের আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য দেন গভর্নর। দারিদ্র্যমুক্ত এবং বাসযোগ্য পৃথিবী করার অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ সময় গত সোমবার গভীর রাতে আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের এই বসন্তকালীন বৈঠক শুরু হয়। উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কীভাবে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা যায়, তার নানা দিক নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনায় আনছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরসহ অন্য নীতিনির্ধারকরা।

বর্তমানে আইএমএফের সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচিতে রয়েছে বাংলাদেশ। সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের নভেম্বরে আইএমএফ এই ঋণ দেওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দেয়। এরপর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে এই ঋণের প্রথম কিস্তির ৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার এবং ওই বছরের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তিতে ৬৮ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ ছাড় করে আইএমএফ।

রাজস্ব বাড়ানো ও যৌক্তিক ব্যয় ব্যবস্থা চালু, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক মুদ্রানীতি তৈরি, আর্থিক খাতের দুর্বলতা দূর করা, নজরদারি বাড়ানো, সরকার ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পরিবেশ তৈরি, মানব দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কাটাতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তোলা, পরিবেশের উন্নতির পদক্ষেপ নেওয়া এবং জলবায়ু সংক্রান্ত খাতে আরও বিনিয়োগ এবং আর্থিক সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ এই ১০ শর্তে এ ঋণ পায় বাংলাদেশ। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এই বৈঠকে অংশ নেওয়া বাংলাদেশি সাংবাদিকদের আরও জানান, মরিশাসের প্রবাসী কর্মীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে মরিশাসের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

সেখানে প্রায় ৪০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন। তাদের কোনো একটি ব্যাংককে আমাদের কোনো একটি ব্যাংকের করেসপন্ডিং ব্যাংক করে দিতে সম্মত হয়েছে তারা। এতে এসব প্রবাসী সহজেই দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন বলে জানান তিনি। আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের এই বসন্তকালীন বৈঠকটি এমন এক সময়ে শুরু হলো, যখন মহামারি করোনা বা পরাশক্তি দেশগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে যুদ্ধ তার কোনো কিছুতে নেই বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। তবে বিশ্বায়নের যুগে এসব হানাহানির শিকার হতে হচ্ছে নিম্নআয়ের দেশগুলোকেই। যে কারণে এসব অজুহাতে গত দুই বছরে বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম। যদিও প্রত্যাশা রয়েছে, আসছে বছরগুলোতে চাঙ্গা হবে বিশ্ব অর্থনীতি। সেখানেও আবার শঙ্কা তৈরি করেছে পরিসর বৃদ্ধি হওয়া নয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি।

এমন অবস্থায় আইএমএফের বসন্তকালীন বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তব্যে সংস্থাটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টেলিনা জর্জিয়েভা জানালেন, শান্তি ও সংঘাত একসঙ্গে চলে না। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন করতে হবে। দূষণমুক্ত টেকসই উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। আইএমএফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টেলিনা জর্জিয়েভা বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আরও কঠিন হচ্ছে। শান্তির আহ্বান ও যুদ্ধের দামামা একসঙ্গে চলতে পারে না। আইন সবাইকে মানতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখতে কার্বন নিঃসরণ ও প্লাস্টিক ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।

The Financial Express

Published: Wednesday, 17 April 2024 Page: 01

IMF cuts Bangladesh growth projection further to 5.7pc

SYFUL ISLAM from Washington D.C. |

The International Monetary Fund (IMF) on Tuesday once again revised down the growth forecast for Bangladesh's economy to 5.7 per cent for the current fiscal year of 2023-24. This is the second time the IMF lowered the economic growth forecast for Bangladesh. In October last year, the multilateral lender projected a 6.0 per cent growth rate for Bangladesh, revising down its previous projection of 6.5 per cent for the same year.

The higher inflation and domestic and external shocks have been taken into consideration for the reversal. The IMF projected the inflation rate at 9.3 in Bangladesh in the current fiscal year. With inflation easing globally to some extent, the IMF on Tuesday projected a slow but steady global growth for this year. Unveiling the World Economic Outlook, the IMF raised the global growth projection to 3.2 per cent from its January prediction of 3.1 per cent. The strong US economic performance has been taken into consideration in this case.

"We find that the global economy remains quiet resilient, with growth holding steady and inflation declining," IMF chief economist Pierre-Olivier Gourinchas told newsmen at a press briefing. He, at the same time, warned that many challenges still lay ahead. The IMF said inflation was falling down worldwide. It said compared with an annual average of 6.8 per cent in 2023 the global inflation might fall to 5.9 per cent in 2024 and 4.5 per cent in 2025. The IMF economist, however, feared energy price hike and shipping costs, due to geo political developments especially the conflict between Iran and Israel.

Syful-islam@outlook.com

THE BUSINESS STANDARD [Page-7] 17/04/2024

MFS transactions soar in Feb, reaching a single-month record

The month of February witnessed a remarkable surge in the number of transactions conducted through mobile financial services (MFS), reaching the highest number ever recorded in a single month.

Along with the high number of transactions, the amount of money transacted in the month stood as the second highest, showcasing the growing prevalence and acceptance of digital payment methods.

According to a central bank report, 58.43 crore transactions were made using MFS like bKash, Nagad and Rocket in February. The previous high of 57.33 crore transactions took place in October last year.

The amount transacted also saw an increase with Tk1.30 lakh crore transferred using the mobile financial services, the second highest till date. The highest was in June last year with over Tk1.32 lakh crore in transactions.

Comparing February's figures to the same period last year, transaction amount increased by approximately 34%, with Tk97.31 thousand crores transacted in February 2023.

Industry stakeholders attribute the substantial increase in both transaction numbers and amount due to several factors, including the formation of people's habits favouring digital transactions and the ongoing development of the digital ecosystem.

Shamsuddin Haider Dalim, head of corporate communications at bKash, said, "The increasing confidence of customers in MFS is the reason behind the high number of transactions. Besides, bKash always tries to introduce new services keeping in mind the needs of customers."

"Apart from this, the country's digital ecosystem is developing day by day, which is helping the MFS industry to grow," he added.

According to the central bank data, several services including cash out and person to person fund transfer (send money) witnessed record transactions in February.

Merchant payments via MFS at super shops and businesses amounted to Tk6,459 crore in February, which is an 83% increase from the same period in 2023 when Tk3,532 crore was traded.

Regarding merchant payments, Shamsuddin said, "We have expanded the merchant payment service to more than 6 lakh business establishments across the country and we are trying to increase it every day."

Last June, the government disbursed Tk2,173 crore in various forms of assistance, including stipend, old-age allowance, using MFS.

According to central bank data, the total number of MFS subscribers stood at 22.15 crore at the end of February and subscribers have grown by almost 2.5 crore in just one year.

However, industry stakeholders have emphasised the need to differentiate between total accounts and unique customers. According to them, while the total number of accounts exceeded 22 crores, the number of unique customers may not be as high due to individuals maintaining multiple MFS accounts.

There are currently 13 mobile financial services operating in the country like bKash, Nagad, Rocket, Upay, MyCash and SureCash